দুআ বিশ্বাসীদের হাতিয়ার

মূল : ইয়াসির ক্বাদি
অনুবাদ : মাসুদ শরীফ

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

'দুআ'। দু অক্ষরের শব্দটির ক্ষমতা কতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত, তা পরিমাপ করা সত্যিই কঠিন। মালিক-দাসের মধ্যে চাওয়া-পাওয়ার সেতু নির্মাণকারী দুআ আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ উপহার। পৃথিবীর একজন ক্ষুদ্র দাস আরশে আজিমের মালিকের কাছে মিনতি করছে, ভিক্ষা মাঙছে আর মনিব উজার করে সব দিয়ে দিচ্ছেন, হেফাজত করছেন। এ যেন ওয়ান টু ওয়ান বোঝাপড়া। কী দারুণ একটা ব্যাপার! সুবহানআল্লাহ।

মাসুদ শরীফ ভাই একদিন কথাচ্ছলে ড. ইয়াসির ক্বাদির লেখা *Dua: The Weopon of Believers* বইটির ব্যাপারে বলছিলেন। তখনো বুঝিনি, কী এক অসাধারণ কথামালার সংগ্রহশালায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি। মূল ইংরেজি বইটা পড়ার পরে একটা ঘোরের মধ্যে পরেছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আমি দুআর ব্যাপারে খুবই উদাসীন ছিলাম। ঘুণাক্ষরেও উপলব্ধিতে আসেনি, দুআও একটি ইবাদাত। প্রস্তুতি নিয়ে, নির্দিষ্ট কিছু আদবকেতা মেনে, নিয়মসিদ্ধ উপায়ে দুআ করার বোধ ছিল না। দুআ কবুল না হওয়ার হতাশায় ভুগেছি।

এই গ্রন্থটি আমার দুআসংক্রান্ত জানাশোনায় ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ব্যক্তি জীবনে এখন দুআকে আমি বড়ো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছি এবং হাতেনাতে তার ফল পাচ্ছি, আলহামদুলিল্লাহ। যেমনটি লেখক বলেছেন– দুআ : বিশ্বাসীদের হাতিয়ার। এমন এক মূল্যবান বইয়ের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুবাদক মাসুদ শরীফ ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দুআ নিয়ে এটি কোনো প্রচলিত ধারার বই নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠকবৃন্দও এই বই পড়া শেষে সম্মানিত লেখক ও অনুবাদকের নাম ধরে দুআ করবেন, ইনশাআল্লাহ। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের নামও দুআর তালিকায় থাকবে, এই প্রত্যাশায়—

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
বাংলাবাজার, ঢাকা।

অনুবাদকের কথা

সেবার বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ক্রিকেট বিশ্বকাপে খেলছে। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ। ইংল্যান্ডের অচেনা আবহাওয়া আর গতিশীল পিচে ১১৬ রান তুলতেই দফারফা হয়ে গেছে বাংলাদেশের। জবাব দিতে গিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। টাওস একটা ছক্কা মেরে বল পাঠিয়ে দিয়েছেন স্টেডিয়ামের বাইরে! বল খোঁজাখুঁজি চলছে। আমাদের আকরাম খান টাওসের ব্যাট ধরে দেখছে।

আমার বয়স তখন মাত্র ১০। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস প্রবল। কিছু জেনে, না জেনে ইসলাম পালন করি। কচি মন। বাংলাদেশের জয় দেখার জন্য পাগল। জানি সম্ভব না, তারপরও, যেহেতু আল্লাহ সব পারেন, টিভির সামনে গিয়ে দুহাত তুলে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ জানালাম : 'আপনি যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে বাংলাদেশকে জিতিয়ে দিন!'

বাংলাদেশ সেদিন জেতেনি। মন খারাপ হয়েছিল ভীষণ। ক্রিকেট ম্যাচে জয় পেতে আমার শিশু মন যা করেছিল, আজও হয়তো আপনি তা করেন নানান ব্যাপারে দুআর করতে গিয়ে। দুআর ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি আজ আর তেমনটি নেই।

এই বঙ্গ ভূখণ্ডে ইসলামকে যতটা না আমরা জেনে-বুঝে পালন করি, তারচেয়ে বেশি করি অন্ধ আবেগে। দুআ তাই আমাদের অনেকের কাছে যেন জাদুকরি মন্ত্র। হ্যারি পটারের জাদুর ছড়ির মতো ঘুরিয়ে আবোলতাবোল কিছু একটা বললাম, আর মুহূর্তে আকাশ থেকে টুপ করে বিএমডব্লিউ গাড়ি নাজিল হলো। এমনই প্রত্যাশা। না, দুআর বিষয়টি মোটেও এমন নয়।

দুআর কিছু আদব আছে, কিছু কায়দাকানুন আছে, কিছু নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের গণ্ডি আছে। সর্বোপরি আছে আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। আমি চাইলাম, কিন্তু পেলাম না, তার মানে দুআ কবুল হয়নি— বিষয়টা এত সরল নয়। কিংবা আমি চাইলাম এক জিনিস, পেলাম অন্য আরেক জিনিস— এ নিয়ে আক্ষেপ করারও সুযোগ নেই। সবকিছুই আল্লাহ তাঁর নিজ জ্ঞানে করেন এবং সবকিছুই আমাদের কল্যাণের জন্য। সমস্যা হচ্ছে, আমাদের সীমিত জ্ঞানে তা বুঝে ওঠা দুষ্কর।

দুআ নিয়ে আমাদের যত ধরনের কল্পনা, যত ধরনের অজ্ঞতা, তার প্রায় সবকিছুর জবাব মিলবে এই বইতে। কী করলে দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে, তারও হদিস পাওয়া যাবে এখানে। দুআ জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে। দুআ যে বিশ্বাসীদের

এক শক্তি, এক অব্যর্থ অস্ত্র, মহান আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় কথপোকথন; প্রবল হবে এই প্রত্যয়। পৃথিবীর সবচেয়ে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র থাকতে পারে প্রবল প্রতাপশালী কোনো দেশের হাতে। হতে পারে কেউ চরম অন্যায়-অত্যাচারকারী। খালি হাতে আমি নিরুপায়। কিন্তু যতক্ষণ দুআর মতো অতি-প্রাকৃতিক ও আসমানি হাতিয়ার আমার কাছে, ততক্ষণ আমি দুর্বল নই; আমি অসহায় নই। আমার হাতে আছে এই মহাজগতের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। দুআর মাধ্যমে আমি কথা বলি সারা জাহানের নিয়ন্তা মহান আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে। যতক্ষণ আল্লাহ আমার সাথে আছেন, ততক্ষণ এ দুনিয়ার কেউ আমার কিচ্ছুটি করতে পারবে না। কিচ্ছু না। আল্লাহ সহায়।

মাসুদ শরীফ
masud.xen@gmail.com
জানুয়ারি ১১, ২০১৮

লেখকের কথা

সব তারিফ আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং সাহায্য চাই, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের অন্তরের দুরাচার ও দুষ্কৃতি থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ ভুল পথে চালাতে পারে না। আর তিনি যাকে বিপথে নেন, তাকে কেউ সুপথে ফেরাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উপাসনার উপযুক্ত নন। তিনি সকল অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর শেষ নবি। নিখাঁদ আবিদ।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

'আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর ইবাদাতের জন্য।' [কুরআন, ৫১ : ৫৬]

মানুষ হিসেবে ঠিক এটাই আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যতভাবে তাঁর ইবাদাত করা যায়, দুআ তার মধ্যে অন্যতম। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী[১] আল্লাহর কাছে আন্তরিক এক আকুতির নাম দুআ। দুআ করার সময় মানুষ বোঝে, সে কত দুর্বল, কত অসহায়। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সে কত নাদান।

দুআর মাধ্যমে আমরা আসলে আল্লাহর প্রতিটি নাম ও বিশেষত্বের স্বীকৃতি দিই। আমরা স্বীকৃতি দিই তিনি আমাদের স্রষ্টা। আমাদের লালন-পালন, নিয়ন্ত্রণ সবকিছুই তাঁর হাতে। আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ তিনি শুনছেন, দেখছেন। তিনি সর্বশক্তিমান। সবকিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। দুআ মানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ; উপাস্য হিসেবে তাঁর একক অধিকারের স্বীকৃতি।

মানুষ! হতদরিদ্র এক সৃষ্টি। কোনো কিছুর ওপরই প্রকৃত অর্থে মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; উলটো মানুষের ওপরই চলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একক কর্তৃত্ব। দুআর মাধ্যমে প্রতিমুহূর্তে স্বীকারোক্তি দিই–

---

১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলি শুধু আরবিতে। এই বইতে বা অন্যান্য বইতে এসব নামের যে অর্থ দেওয়া হয়, তা মূল আরবির সামান্যই ধারণ করে। এগুলোর অনুবাদ কখনোই মূলের সমান নয়।

> ‘আমরা আল্লাহ তায়ালার মুখাপেক্ষী; তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। দুআ আমাদেরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মহাপ্রভুর সামনে আমরা নিঃস্ব। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমাদের এক মুহূর্তও চলবে না। সত্যি বলতে খাবার-পানীয়-অক্সিজেনের চেয়ে এই জীবনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকেই বেশি প্রয়োজন। এগুলোর সবকিছু যে তিনিই দেন।’

আমাদের প্রয়োজন আল্লাহর অবিরাম দিক নির্দেশনা। আর তাই দুআ সকল প্রয়োজনের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সকল চাহিদার মাঝে সবচেয়ে দামি। দুআ ইবাদাতের সারবস্তু। এ সময় আমাদের অবস্থা কেমন হয়, তা দেখলেই বিষয়টা বোঝা যায়। নিজের অপরাধগুলো মার্জনা করার জন্য আল্লাহর কাছে নতজানু হয়ে বসে ফরিয়াদ করি। আশা ও শঙ্কার দোলাচলে দুলে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিই আল্লাহর কাছে। প্রবলভাবে কামনা করি আল্লাহর পুরস্কার। দুহাত উঠিয়ে আল্লাহর দিকে ফিরি আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে। আমাদের মাঝে তখন যেন পাওয়া যায় ঠিক এই আয়াতটির প্রতিচ্ছবি–

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

> ‘তারা ভালো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আশা আর ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত। আমার প্রতি তারা ছিল বিনয়াবনত।’ [কুরআন, ২১ : ৯০]

আল্লাহ যে অবশ্যই আমাদের দুআ কবুল করবেন, সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ রেখে আমরা প্রার্থনা করি–

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

> ‘তাদের প্রভু বলেছিলেন, “আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। আমার দাসত্ব করা থেকে যারা বড়াই করে, আমি তাদের লাঞ্ছিত করে জাহান্নামে ঢুকাব।”’ [কুরআন, ৪০ : ৬০]

একজন আবেদনকারী ব্যক্তির এহেন অবস্থা কল্পনা করলে বুঝবেন, দুআই ইবাদাত[২] বলতে নবিজি ﷺ আসলে কী বুঝিয়েছেন। ইবাদাতের পুরো ধারণা, মানুষ সৃষ্টির পুরো উদ্দেশ্যকে যদি একটিমাত্র শব্দে বলতে চাই, তাহলে বলতে হবে, সেটি হচ্ছে ‘দুআ’।

দুআর মাধ্যমে আমরা স্রষ্টার আসল মর্যাদা আর মহত্ত্ব বুঝতে শিখি। যখন মুক্তির সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়, যখন চারিদিক থেকে বিপদ ঘিরে ধরে, আমরা তখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দিকে ফিরি। তাঁর কাছে খুঁজি শান্তি, স্বস্তি। যে প্রশান্তি আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ছাড়া আর কারও দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেটা তাঁর কাছে ছাড়া আর কোথায় পাব বলুন? তিনিই যে রাজাধিরাজ, সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। সবসময় যার তারিফ চলে আকাশ-পাতাল-জমিনে।

---

২. আহমাদ ও অন্যান্য। সহিহ। সহিহুল-জামি’ ৩৪০৭।

দুআর এসব তাৎপর্য যদি বুঝে থাকেন, তাহলে এর খুঁটিনাটি নানা দিক সম্পর্কে জানাটা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। দুআ নিয়ে সাধারণের মাঝে অনেক কৌতূহল।

- দুআ কী? দুআর উপকারিতা কী?
- দুআর আলাদা বৈশিষ্ট্য কী?
- দুআ করার সময় আমাদের আদবকেতা কেমন হওয়া চাই?
- কারও কারও দুআর মাধ্যমে পাওয়া সাড়া কেন চোখে দেখা যায়?
- আবার কারও কারও সাড়া চোখে দেখা যায় না কেন? যেন মনে হয় দুআ কবুল হয়নি!
- কীভাবে আমরা সেই সম্ভাবনা বাড়াতে পারি?
- কী কী কারণে একজনের দুআর সাড়া পাওয়ার পথে বাধা তৈরি হয়?
- সবকিছু যদি তাকদিরে পূর্ব থেকেই লেখা থাকে, তাহলে দুআ করে আর কী হবে? যা হওয়ার তা তো হবেই। দুআ করলেও হবে, না করলেও হবে, তাই না?

আমি এ বইতে এ ধরনের আরও বহু প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এ সম্পর্কে বহু বই থাকলেও সবিনয়ে বলতে চাই, সেগুলোর কোনোটিই যথেষ্ট নয়। বেশিরভাগ বইতে দুআর আদবকেতা নিয়ে বলা হয়। একজন মুসলিমের জীবনে দুআর গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা থাকে না। আর ঠিক এজন্যই এমন একটি বই লেখার তাড়না অনুভব করেছি। আশা করি, সামগ্রিক ধারণাসংবলিত এ বইটিতে দুআ সম্পর্কিত অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ব্যাপারে সম্মানিত পাঠকবর্গ স্বচ্ছ ধারণা পাবেন, ইনশাআল্লাহ।

উচ্চমার্গীয় বিভিন্ন বিষয় বা কঠিন ধারণাগুলো নিয়ে অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলিনি। তবে জরুরি ও ঘোলাটে বিষয়গুলো তাই বলে এড়িয়ে যাইনি। কাউকে দুআর নানা বিষয়ে পণ্ডিত বানানো এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়; বরং আমি চেয়েছি প্রতিদিন আমরা যেসব দুআ করি, সেগুলো থেকেই যেন বাস্তবিক কিছু ফায়দা হাসিল করতে পারি। যেসব সাধারণ মানুষ দুআ সম্পর্কে জেনে-বুঝে আরও ভালো করে আল্লাহর ইবাদাত করতে চান, এ বইটি তাদের জন্য; কোনো আলিমের জন্য নয়। এজন্য বইয়ের অধ্যায়গুলো বেশি বড়ো নয়। কুরআন-হাদিসের কিছু ভাষ্য এবং সে সম্পর্কে আলিমদের কিছু কথা উদ্ধৃত করে প্রয়োজনীয় অংশ ব্যাখ্যা করেছি।

বইটি আমার কোনো মৌলিক গবেষণা নয়। দুআ সম্পর্কে আমি যেসব অসাধারণ বইপত্র পড়েছি, সেগুলো থেকে সংকলন করেছি মাত্র। একজন পাঠক আসলে এখানে নিচের বইগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের সমারোহ পাবেন–

- আদ-দুআ মাফহুমুহ, আহকামুহ, আখতা তাকাউ ফিহি :
  মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম হামাদ (টীকা ও সম্পাদনা : ইমাম আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ)
- তাসহিহুদ-দুআ : বকর আবু জাইদ
- আদ-দুআ ওয়া মানজিলাতাহু মিনাল আকিদাতুল ইসলামিয়্যাহ :

ড. জিলান রুসি

- শুরুতুদ-দুআ ওয়া মাওয়ানিউল-ইজাবা : শাইখ সাইদ কাহতানি
- আদ-দুআ : আবদুল্লাহ খুদাইরি
- কিতাবুদ-দুআ : হুসাইন আওয়ায়িশাহ
- আন-নুবাজুল-মুসতাতাবাহ ফিদ-দাওয়াতিল-মুসতাজাবাহ : সালিম হিলালি

এ বইয়ের কিছু কিছু অংশ ওপরের বইয়ের ভাবগুলো থেকে নিজের মতো করে লেখা। এখানে এ কথাটি বলে নিলাম; কারণ, প্রত্যেকবার আমি তথ্যসূত্র উল্লেখ করিনি। এ বইগুলোসহ অন্য আরও যেসব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি, সেগুলোর বিস্তারিত বইটির শেষে গ্রন্থপঞ্জিতে পাবেন। বিশেষ সাহায্য নিয়েছি মানুষের আত্মার চিকিৎসক, আধ্যাত্মিক অসুখ এবং তা প্রতিকারের হেকিম ইবনুল কায়্যিম-এর নিকট থেকে। পাদটীকায় এগুলো উল্লেখ করা আছে।

অবশ্যই আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দোষত্রুটিমুক্ত নন। এজন্য কোনো ভুল পেলে বা গঠনমূলক পরামর্শ থাকলে, তা আমাকে জানানোর বিনীত অনুরোধ করছি। আমার ইমেইল : yqadhi@hotmail.com

এখন আমার নিজের দু-একটা কথা বলি আপনাদের।

বইটা লেখার সময় আমি নিজেই মারাত্মক একটা সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। নিজের দুরাবস্থা কাটানোর জন্য একের পর এক দুআ করে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছি, কোনো অলৌকিক সমাধান এসে যদি আমার এই পরিস্থিতি বদলে দিত!

বইয়ের কাজ তখন প্রায় শেষের দিকে। কমপিউটারের সামনে বসে একমনে টাইপ করে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা ফোন এলো। স্বপ্নেও ভাবিনি, কখনো এখান থেকে আমার কাছে ফোন আসবে! ওপাশ থেকে জানাল, আমার জীবনে সত্যিই এক অলৌকিক সমাধান এসে হাজির। আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহর জন্য এ ধরনের কাজ আসলেই কঠিন কিছু না। তিনি তো শুধু বলেন– 'হও' আর সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

আশা করি, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো কেবল কিছু তথ্য-বোঝাই পৃষ্ঠার তাক হবে না। আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেয় না, এমন সব শুকনো কথার গুদামঘর হবে না। বইটি লেখার সময় যে আবেগ আর উচ্ছ্বাস আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল, দুআ করি সেই একই আবেগ আর উচ্ছ্বাস যেন আপনার হৃদয়কেও ছুঁয়ে দেয়। কুরআন-সুন্নাহর বাণীগুলো পড়ার সময় যেন মনে হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলছে। দুআ করি বইটি যেন আপনাকে আল্লাহর আরও সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। দেখিয়ে দেয় আপনার নিজের ঘাটতি আর অসহায়ত্ব। বুঝিয়ে দেয় রহমান-রাহিম আল্লাহর শক্তি আর কল্যাণ।

ইয়াসির ক্বাদি
মদিনা

সূচিপত্র

কিছু বুনিয়াদি বিষয় ২১

০১. দুআর অর্থ ২১
০২. দুআ এক ধরনের ইবাদাত ২২
০৩. দুআর সাথে মানুষের বিশ্বাসের সম্পর্ক ২৩
০৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দুআ ২৫

দুআর ধরন ৩১

০১. দুআর প্রকৃতির নিরিখে ৩১
০২. চাওয়ার প্রকৃতির নিরিখে ৩৩
০৩. দুআকারীর প্রকৃতির নিরিখে ৩৪
০৪. চাওয়ার ধরনের নিরিখে ৩৭

দুআর মর্যাদা ও ফায়দা ৩৯

০১. আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে মহৎ কাজ ৩৯
০২. দুআ সেরা ইবাদাত ৪০
০৩. দুআ ঈমানের লক্ষণ ৪০
০৪. দুআ করা মানে আল্লাহকে মানা ৪০
০৫. আল্লাহ দুআকারীর নিকটে ৪১
০৬. দুআর কারণে আল্লাহ মানুষের প্রতি খেয়াল করেন ৪১
০৭. দুআ আল্লাহর বদান্যতার নিদর্শন ৪২

০৮. দুআ বিনয়ের লক্ষণ ৪৩
০৯. দুআ আল্লাহর রাগকে সরিয়ে দেয় ৪৪
১০. জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতির মাধ্যম দুআ ৪৫
১১. দুআ ছেড়ে দেওয়া আলসেমির আলামত ৪৫
১২. কেবল দুআই বদলাতে পারে তাকদির ৪৬
১৩. চলমান কোনো দুর্দশাও বদলাতে পারে দুআ ৪৬
১৪. দুআ বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক ৪৭
১৫. দুআ আল্লাহর প্রিয় ৪৮
১৬. দুআ বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য ৪৮
১৭. দুআর পুরস্কার সুনিশ্চিত ৪৮
১৮. বিজয়ের অনুঘটক দুআ ৪৯
১৯. দুআ ভ্রাতৃত্ববোধের লক্ষণ ৫০
২০. দুর্বল আর অত্যাচারিতের হাতিয়ার ৫০
২১. সকল রোগের ওষুধ ৫১
২২. দুআ মানুষকে আশাবাদী করে ৫২
২৩. স্রষ্টার সঙ্গে নতুন সম্পর্ক ৫২
২৪. সহজ ইবাদাতগুলোর মধ্যে অন্যতম ৫৪

দুআর কিছু শর্ত ৫৫

০১. দুআ মঞ্জুর করেন শুধু আল্লাহ ৫৬
০২. শুধু আল্লাহর তরে দুআ ৫৬
০৩. সঠিকভাবে উসিলা ৫৮
০৪. ধীরস্থিরতা ৫৮
০৫. ভালো কিছুর প্রার্থনা ৫৯
০৬. ভালো উদ্দেশ্য ৬০
০৭. মনোযোগী মন ৬০
০৮. হালাল রিজিক ৬১
০৯. নবির প্রতি দরুদ ৬২

১০. অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে দুআ ৬৩

দুআর আদবকেতা

৬৬
০১. আল্লাহর তারিফ এবং নবির প্রতি দরুদ ৬৬
০২. আল্লাহর মহান মহান নাম ধরে আর্জি ৬৭
০৩. দুহাত জড়ো করে তোলা ৬৮
০৪. কাবার দিকে মুখ ফেরানো ৭১
০৫. অজু ৭১
০৬. চোখের পানি ফেলা ৭২
০৭. আল্লাহর থেকে সর্বোত্তম কিছু চাওয়া ৭৩
০৮. বিনয় ও ভয় রেখে দুআ ৭৬
০৯. শুধু আল্লাহর কাছে অভিযোগ ৭৭
১০. নীরবে দুআ ৭৮
১১. নিজের পাপ স্বীকার ৮০
১২. কাকুতি-মিনতি ৮২
১৩. দুআর ব্যাপারে প্রত্যয়ী ৮২
১৪. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির যুৎসই ব্যবহার ৮৩
১৫. দুআ করুন তিনবার ৮৩
১৬. অল্পকথায় বেশি বোঝায় এমন দুআ ৮৪
১৭. নিজেকে দিয়ে দুআ শুরু ৮৬
১৮. সব মুসলিমের জন্য দুআ ৮৮
১৯. আমিন বলা ১৯
২০. সবসময় দুআ করা ৯১
২১. যেকোনো বিষয় আল্লাহর কাছে চান ৯২
২২. চান প্রাণ খুলে ৯২

২৩. দুআ কবুলের অনুকূল পরিস্থিতিতে চাওয়া ৯৩
২৪. দুআ কবুলের অনুকূল সময়ে চাওয়া ৯৩

দুআর সময় যা করা ঠিক নয় ৯৪

০১. দুআয় কবিতার ব্যবহার ৯৪
০২. দুআতে বাড়াবাড়ি ৯৫
০৩. নিরাশ ৯৭
০৪. শুধু দুনিয়াবি দুআ ৯৮
০৫. আল্লাহর নাম ও বিশেষত্বকে ভুলভাবে ব্যবহার ৯৮
০৬. শাস্তি কামনা ৯৯
০৭. নিজের ও পরিবারের বিরুদ্ধে দুআ ১০০
০৮. অভিশাপ ১০০
০৯. আল্লাহর দয়া সংকুচিত করে চাওয়া ১০২
১০. মৃত্যুকামনা করে দুআ ১০২
১১. খারাপ কিছুর দুআ; তাড়াহুড়ো ১০৪
১২. সালাতে দুআ করার সময় ওপরে তাকানো ১০৫
১৩. আর কিছু চাইব না ১০৫
১৪. দুআ দিয়ে আল্লাহকে পরীক্ষা ১০৬
১৫. শয়তানির উদ্দেশ্যে দুআ ১০৬
১৬. দুআর শব্দমালায় ভুল ১০৬
১৭. দুআর বেলায় অন্যের ওপর অতি নির্ভরতা ১০৭
১৮. বিলাপ করে কান্নাকাটি ১০৭
১৯. সমবেত দুআ অতিরিক্ত লম্বা করা ১০৭
২০. ইমাম সাহেবের কেবল নিজের জন্য দুআ ১০৮

দুআ করার সুবর্ণ সময় ১০৯

০১. রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগ ১০৯
০২. রাতের এক বিশেষ মুহূর্ত ১১১
০৩. আজানের সময় ১১১
০৪. আজান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় ১১১

০৫. সালাতের সময় ১১২
০৬. সিজদার সময় ১১৩
০৭. সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় ১১৪
০৯. সালাত শেষ হওয়ার আগে ১১৫
১০. সালাত শেষে দুআ ১১৫
১১. লড়াইয়ের ময়দানে ১১৬
১২. শুক্রবারের বিশেষ এক মুহূর্ত ১১৭
১৩. রাতে ঘুম ভাঙলে ১১৭
১৪. অজু করার পর ১১৮
১৫. জমজমের পানি পানের আগে ১১৮
১৬. রামাদান মাসে ১১৯
১৭. কদরের রাতে ১১৯
১৮. কাবার ভেতরে ১২০
১৯. সাফা-মারওয়াতে ১২১
২০. জামারাতে পাথর ছোড়ার পর ১২১
২১. আরাফাতের দিনে ১২১
২২. জিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ১২২
২৩. রোগী দেখার সময় ১২২
২৪. মৃত্যুর সময় ১২২
২৫. বৃষ্টির সময় ১২৩
২৬. জোহরের আগে ১২৩
২৭. মোরগের ডাক ১২৪

দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি ১২৫

০১. নিপীড়িত মানুষের দুআ ১২৫
০২. সংকটময় পরিস্থিতিতে ১২৮
০৩. যেকোনো বিপদে ১২৯
০৪. সফরকারীর দুআ ১২৯
০৫. সন্তানের জন্য বাবার এবং বাবার জন্য সন্তানের দুআ ১৩০

০৬. বাবা-মায়ের জন্য সন্তানের দুআ ১৩১
০৭. সিয়াম পালনকারী ১৩১
০৮. কুরআন তিলাওয়াতকারী ১৩২
০৯. হজ, উমরা ও জিহাদের সময় ১৩২
১০. কারও অনুপস্থিতিতে দুআ ১৩৩
১১. আল্লাহকে সদা-স্মরণকারী ১৩৪
১২. ন্যায়পরায়ন শাসক ১৩৪

যেসব বিষয় দুআ কবুলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় ১৩৫
০১. আন্তরিকতা ১৩৫
০২. আল্লাহর কাছে সেরা কিছু প্রত্যাশা ১৩৬
০৩. উত্তম কাজ (আমলে সালিহ) ১৩৮
০৪. বাবা-মায়ের অধিকার পূরণ ১৩৯
০৫. সবসময় দুআ ১৩৯
০৬. ফরজ ইবাদাতের পর বেশি বেশি নফল ইবাদাত ১৪০
০৭. তাওবা ১৪১
০৮. বিনয়ী আচরণ ১৪২
০৯. পবিত্রস্থানে দুআ ১৪২

দুআ কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা ১৪৪
০১. হারাম আয়-রোজগার ১৪৪
০২. পাপাচার ১৪৬
০৩. সদুপদেশ দেওয়া ছেড়ে দেওয়া ১৪৬
০৪. দুআ কবুলে তাড়াহুড় করা ১৪৭
০৫. দুআ করতে ক্লান্তি ১৪৮
০৬. হারাম কিছু চাওয়া ১৪৮
০৭. দুশ্চরিত্র নারীর স্বামী, সাক্ষী না রেখে ঋণদাতা এবং বোকা লোককে অর্থ সাহায্য দানকারী ১৪৮
০৮. দুআর আদবকেতা না মানা ১৪৯

দুআ কবুলে দেরি হওয়ার কারণ ১৫১
০১. আসল মালিক আল্লাহ ১৫২

০২. আল্লাহর ওপর আমাদের কোনো কথা চলবে না ১৫২
০৩. সাড়ায় দেরি হওয়াটা পরীক্ষা ১৫৪
০৪. আল্লাহ মহা জ্ঞানী ১৫৪
০৫. প্রার্থিত জিনিস খারাপও হতে পারে ১৫৫
০৬. আমাদের পছন্দের চেয়ে আল্লাহর পছন্দ নিঃসন্দেহে সেরা ১৫৬
০৭. মানুষ তার দুআর ফলাফল সম্পর্কে জানে না ১৫৭
০৮. কষ্ট মানুষকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায় ১৫৮
০৯. অপছন্দের জিনিসেও কল্যাণ থাকে ১৫৮
১০. আত্মজিজ্ঞাসা ১৫৯
১১. হয়তো এরই মধ্যে কবুল হয়ে গেছে অন্যভাবে ১৬০
১২. দুর্বল দুআ ১৬০
১৩. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির নিদর্শন ১৬০
১৪. ইবাদাতের পূর্ণতা ১৬১
১৫. উপসংহার ১৬৪

দুআর কিছু অনুমোদিত বিষয় ১৬৭
০১. শুধু অন্যের জন্য দুআ ১৬৭
০২. চরম পরিস্থিতিতে মৃত্যু কামনা ১৬৭
০৩. অমুসলিমদের পক্ষে-বিপক্ষে দুআ ১৬৮
০৪. ধার্মিক কোনো ব্যক্তিকে দুআর অনুরোধ ১৬৯

তাওয়াসসুল (উসিলা) ১৭০
০১. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির উসিলায় ১৭১
০২. আল্লাহর অনুগ্রহের উসিলায় ১৭২
০৩. কঠিন পরিস্থিতির উসিলা ১৭৩
০৪. ভালো কাজের উসিলা ১৭৪
০৫. দুআর সম্ভাব্য ভালো ফলের উসিলা ১৭৭
০৬. জীবিত মানুষকে দুআ করতে বলা ১৭৮

দুআর সাথে তাকদিরের সম্পর্ক ১৮৩

দুআর বিবিধ বিষয়াবলি ১৮৭
০১. আল্লাহ যে জাগতিক সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে তার প্রমাণ ১৮৭

০২. দুআ শেষে মুখে হাত মোছা ১৮৮
০৩. নবিদের বিশেষ দুআ ১৯১
০৪. দুআয় কোন কোন জিনিসগুলো চাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ ১৯২
০৫. অবিশ্বাসীরা দরকার ছাড়া আল্লাহকে স্মরণ করে না ১৯৬
০৬. মৃতব্যক্তির জন্য খাঁটি মনে দুআ ১৯৯
০৭. ইউনুস নবির দুআ ১৯৯
০৮. পশুপাখির দুআ ২০০
০৯. এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নবিজির দুআ ২০০

দুআর মাঝে বিদআত ২০২
০১. বুড়ো আঙুলে চুমু খেয়ে চোখে মোছা ২০২
০২. সম্মিলিত মুনাজাত ২০৩
০৩. দুআর সময় বুকে চাপড় মারা ২০৪
০৪. নবিজির মর্যাদার উসিলা ২০৪
০৫. অনির্দিষ্ট কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করা ২০৫
০৬. আকামাহুল্লাহু ওয়া আদামাহা বলা ২০৫

দুআ-সংক্রান্ত কিছু দুর্বল হাদিস ২০৬
শেষ কথা ২১০